105

দৈনিক বাংলা

তারিখ 15 AUG 1997
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

ভার্সিটিতে ছাত্রদলের সন্ত্রাস

গত মঙ্গলবার দেশের প্রাচীনতম ও ঐতিহ্যবাহী সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্র অঙ্গনে যে ন্যক্কারজনক সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটে গেল তার নিন্দা করার ভাষা আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। ভাইস চ্যান্সেলরের ওপর আক্রমণ, প্রক্টর অফিস ভাঙচুর ও সহকারী প্রক্টরকে আহত করা অত্যন্ত অবাঞ্ছিত ও বেদনাদায়ক সন্ত্রাসী ঘটনা। এ ঘটনার সচিত্র বিবরণ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এই সন্ত্রাসীরা জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ক্যাডার। তারা পেশীশক্তির জোরে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি হলে দখল কায়েম করতে যেয়ে ছাত্রলীগ কর্মীদের দ্বারা বিতাড়িত হয়েছিল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ এ.কে. আজাদ চৌধুরী তা মেনে নিতে পারেননি। তিনি একজন সর্বজনশ্রদ্ধেয় মহানুভব ব্যক্তিত্ব। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় তার নিরপেক্ষতা প্রশ্নাতীত। ভাইস চ্যান্সেলরের দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস বন্ধ করার এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ও ছাত্র–সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে সচেষ্ট। পিতৃতুল্য স্নেহে তিনি চেয়েছিলেন রাজনৈতিক মতপার্থক্য ও দলাদলি ভুলে প্রতিটি ছাত্র হলগুলিতে সহাবস্থান করবে এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ছাত্রত্বের যা লক্ষ্য সেই পড়াশোনায় মনোনিবেশ করবে। এই উদার ও স্বচ্ছ মনোভাব থেকেই তিনি বিতাড়িত ছাত্রদের সংশ্লিষ্ট হলগুলিতে পুনর্বাসনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু অশান্তি এবং বিশৃংখলা সৃষ্টিই যাদের লক্ষ্য তারা তাতে রাজী হবে কেন! জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ভিসির এ উদ্যোগের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করল, ভিসি প্রফেসর এ কে আজাদ চৌধুরীর ওপর হামলা চালাল, তাঁর ও প্রক্টর ডঃ নূরুন্নবীর গাড়ি লক্ষ্য করে জুতা ও পচা ডিম নিক্ষেপ করল—তাদের লাঞ্ছিত করল এবং প্রক্টরের অফিসে ব্যাপক ভাংচুরের মাধ্যমে এক নজিরবিহীন পরিস্থিতির সৃষ্টি করল। তাদের এই মারমুখী তান্ডবের মধ্যে শেষ পর্যন্ত পুলিশ প্রহরায় ভিসি ও প্রক্টরকে স্থান ত্যাগ করতে হল।

এই জঘন্য ঘটনার নিন্দা জানানোর ভাষা আমাদের নেই। অবশ্য এ ঘটনার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে অনেক বিবেকবান ব্যক্তি ও সংগঠনই বিবৃতি দিয়েছেন এবং এর প্রতিবাদে, জিয়া হলের প্রভোস্ট ডক্টর নূরুর রহমান পদত্যাগও করেছেন। তবে আমরা মনে করি, বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত ভিসি, শিক্ষক, প্রভোস্ট, প্রক্টর ও হাউজ টিউটরদের প্রতি জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সন্ত্রাসীদের এই ন্যক্কারজনক উচ্ছৃংখল আচরণের শুধু প্রতিবাদ বা নিন্দা জানানোই যথেষ্ট নয়, নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করে সন্ত্রাসীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দানের ব্যবস্থা হওয়া উচিত। সুখের বিষয়, গত বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের এক জরুরী সভায় এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে সন্ত্রাসী-দের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দানের সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেছে। আমরা চাই বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের এ সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে কার্যকর হোক, হলগুলি সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসীমুক্ত হোক—দেশের প্রাচীনতম ও ঐতিহ্যবাহী সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যা-লয়ের পরিবেশ শান্ত, সুস্থ এবং অধ্যয়নের উপযোগী হয়ে উঠুক।